১৪

ভোরের কাগজ

তারিখ 14 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বিপন্ন কারমাইকেল কলেজ

আরিফুল হক রুজু, *রংপুর থেকে*

সরেজমিন

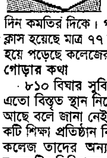

উত্তর বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বিদ্যাপীঠ রংপুরের কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আর তার আগের সুনাম ধরে রাখতে পারছেনা। অনেকের মতে কলেজটির অস্তিত্বই আজ হুমকির সম্মুখীন। ইতিমধ্যে কলেজটির প্রায় ৩৫ বিঘা সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেছে। এছাড়াও সমস্যা অনেক। প্রতিকারের কোনো পদক্ষেপ নেই। কলেজের শিক্ষার মান দিন দিন কমতির দিকে। গত বছর '৯৭ সালে পুরো বছরে কলেজে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৭৭ দিন। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে কলেজের আশপাশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে।

গোড়ার কথা

৮১০ বিঘার সুবিশাল এলাকা জুড়ে স্থাপিত এই কলেজ। এতো বিস্তৃত স্থান নিয়ে দেশের আর কোথাও কোনো কলেজ আছে বলে জানা নেই। অবিভক্ত বাংলায় উচ্চ শিক্ষার জন্য যে কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল, কারমাইকেল কলেজ তাদের অন্যতম। ১৯১৬ সালের ১০ নভেম্বর এ কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেল। তারই নামানুসারে কলেজটির নামকরণ কারমাইকেল কলেজ। ড. ওয়াটকিনস ছিলেন এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে এ কলেজে আইএ ও বিএ ক্লাস খোলার অনুমতি দেয়। ১৯২২ ও '২৫ সালে খোলা হয় যথাক্রমে আইএসসি ও বিএসসি ক্লাশ। '৪৫ সালে কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে আসে। ১৯৫৩ সালে কলেজটি যুক্ত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়। বর্তমানে এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। এক সময়ে এ কলেজে ছাত্ররা দলে দলে পড়তে আসতো বিহার, জলপাইগুড়ি ও আসাম থেকে। সঙ্গত কারণেই বর্তমানে সে সুযোগটি এ কলেজের আর নেই। তারপরও ১৪টি বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীতে এ কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ হাজার।

ক্লাসরুম স্বল্পতা

ক্লাসরুমের স্বল্পতার কারণে বহু ক্লাশ একদমই হয় না। কলেজে ক্লাসরুমের প্রয়োজন যেখানে কমপক্ষে ৫০টি, সেখানে ক্লাস রুম আছে মাত্র ২৫টি। অর্থাৎ সরাসরি অর্ধেক। ছাত্রছাত্রীদের বসে থাকতে হয় কখন কোন রুম খালি হবে। এ যেন দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদের। রুটিন থাকলেও সে অনুযায়ী ক্লাস হয় না। রুম খালি হলে শিক্ষকদের খবর দেওয়া হয়। নেই কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সূচি। ছাত্রছাত্রীরা জানালেন, এ ঘটনা নিত্যদিনের। ব্যবস্থাপনা বিভাগের শেষ বর্ষের এক ছাত্র জানান, ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষকদের পাওয়াই যায় না। জনৈক শিক্ষক ওবায়দুর রহমান শাহীন ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের ক্লাস নিয়েছেন কোনো এক বছরে মাত্র একদিন। এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান খলিলুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও বলেন, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এমনটি হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কলেজে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত এই তিন মাসে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ দিন। এ চিত্র সব বিভাগের জন্য যে প্রযোজ্য তা নয়। ক্লাসের দিক থেকে বাংলা বিভাগ সবচেয়ে ভালো। কারণ তারাই শুধু ক্লাস করে কলেজের প্রথম বিল্ডিংে। সেখানে অন্য কোনো বিভাগের ছাত্রছাত্রীর চাপ নেই। পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বেলায়ও এ সমস্যা নেই। কেননা তাদের ভবন নিজস্ব।

তবে সব ক্লাসরুমেই যে সমস্যাটা কমন সেটা হচ্ছে কোথাও কোনো ফ্যান (বৈদ্যুতিক পাখা) নেই, যেটা একসময় ছিল। ফলে দারুণ গ্রীষ্মে হাঁসফাঁস ফেলেই ক্লাস করতে হয় ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে।

ক্লাস কেন হয় না?

'৯৭ সালে পুরো বছরে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৭৭ দিন। এর কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল, অধিকাংশ সময় কলেজ খোলা থাকলেও ক্লাস হয় না। কারণ যেকোনো বিভাগের টেস্ট পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা, সেমিস্টার পরীক্ষা এবং যে কোনো পরীক্ষা হলেই ক্লাস বাতিল করা হয়। এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিক্ষকরা—ক্লাস

● এরপর - পৃষ্ঠা ২

ভোরের কাগজ

তারিখ 14 APR 1998
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বিপন্ন কারমাইকেল কলেজ

● প্রথম পাতার পর

কেননা পরীক্ষার স্বতন্ত্র ভবন নেই।

নোট ব্যবসা, ছাত্র সংঘর্ষ, কলেজ বন্ধ

এ প্রসঙ্গে ছাত্র নেতা, ছাত্র সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহিদু ইসলাম মিজু ও ছাত্র ইউনিয়ন কলেজ শাখার সভাপতি মাফিউল আলম অভিযোগ করেন, শিক্ষকদের টাকার বিনিময়ে নোট প্রথা ব্যাপকভাবে চালু করার কারণে ক্লাস খুব কম নেওয়া হয়ে তাকে।

ছাত্রনেতারা এই প্রতিবেদককে জানান, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠনের সংঘর্ষের কারণে কলেজ বন্ধ থাকে। ছাত্রসংঘর্ষে কলেজ বন্ধ থাকার এই হারটাও কম নয়। উল্লেখ্য, একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছে ছাত্র শিবিরের সঙ্গে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের। ফলে কলেজ বন্ধ হয়েছে। সব সংগঠনের নেতারা এও জানান, বাইরে থেকে সন্ত্রাসীরা এসে কোনো না কোনো সংগঠনের পক্ষে যোগ দেয়। তবে অধিকাংশ সময় সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা জিম্মি হয়ে থাকে ছাত্রশিবিরের কাছে। এই যে গত ৯ এপ্রিল কলেজ খুললো তার আগে বন্ধ থাকার কারণটা ছিল শিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষ। প্রজন্ম '৭১ ভাস্কর্য নিয়ে ঐ সংঘর্ষে কলেজ সর্বশেষ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল ৯ মার্চ।

এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গত বছর কলেজ কতো দিন বন্ধ ছিল কিংবা ক্লাস কতোদিন হয়েছে জানতে চাওয়া হলে কলেজের সদস্য সচিব বলেন, এ তথ্য দিতে অনেক সময় লাগবে। ছাত্রছাত্রীরা জানান, কলেজে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য প্রজন্ম '৭১ নির্মাণের ব্যাপার নিয়ে ছাত্র শিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেই থাকে। '৯১ সালে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হলেও গত ৭ বছরে ভাস্কর্যের বেদি ছাড়া অন্য কিছু নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি শিবিরের বাঁধার মুখে।

বেহাল ছাত্রসংসদ

ছাত্র সংগঠনগুলোর আরো একটা অভিযোগ হলো, ৮ বছর হতে চললো কলেজে ছাত্রসংসদ কাজ করছে না। ১৯৯০ সালে সর্বশেষ নির্বাচনে যে সংসদ গঠিত হয় তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ১৯৯২ সালে। ছাত্রনেতাদের অভিযোগ, এখন শিক্ষার্থীদের হয়ে দাবি জানানোর কোনো ফোরাম নেই। সংসদের জন্য বরাদ্দ ৪২ লাখ টাকা অলস পড়ে আছে বা সেটা কোথাও খাটানো হচ্ছে কিনা তা অজ্ঞাত। নেতাদের অভিযোগ, শিক্ষকরাই ছাত্র সংসদ চান না, যে জন্য নির্বাচন দেওয়া হচ্ছে না।

বেদখল হয়ে যাচ্ছে জমি

কলেজের জমির পরিমাণ প্রায় ৮১০ বিঘা। এরমধ্যে প্রায় ৩৫ বিঘা সম্পত্তি ইতিমধ্যেই বেদখল হয়ে গেছে। কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণে দর্শনা-সূত্রাপুরের জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি আফজাল বেশ কিছু জায়গা দখল করে নির্মাণ করেছে বাড়ি ও মেস। যা আফজাল মেস নামে পরিচিত। সেখানে গিয়ে আফজালকে পাওয়া যায়নি। বাড়ির লোকও সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে নারাজ। কলেজের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষকদের একটি কমিটি আছে। সেই কমিটির একজন শিক্ষক দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোজাহার আলী এই প্রতিবেদককে জানান, কলেজের প্রবেশ পথেই গেটের কাছে বেশকিছু জায়গা বেদখল হয়েছে। যিনি দখল করেছেন তিনি হচ্ছেন কলেজ পার্শ্ববর্তী লালবাগ হাটের জনৈক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী তোফা। সেখানে তিনি অবৈধভাবে নির্মাণ করেছেন ১১টি দোকান। কলেজের পশ্চিম-উত্তর দিকে দর্শনা বিলের মালিক আফজাল কর্তৃক কলেজের জায়গায় বাড়ি ও মেস তৈরির কথাও স্বীকার করেন তিনি।। এ ব্যাপারে কলেজের পক্ষ থেকে মামলাও হয়েছে। শিক্ষকরা কিছু বলতে গেলে ঐসব লোকরা নাকি মস্তান দিয়ে ভয়ভীতি দেখান।

আমরা কি মারামারি করবো?

এ ব্যাপারে কলেজের উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হকের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, শিক্ষকরা জিম্মি হয়ে আছে ঐসব প্রভাবশালীদের হাতে। জেলা ও পুলিশ প্রশাসনকে ঘটনা জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও চিঠি দেওয়া হয়েছে। উত্তর মেলেনি। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'আমরা কি ছাত্র পড়ানো বাদ দিয়ে ঐসব লোকের সঙ্গে মারামারি করবো।' এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে কলেজের মূল মানচিত্র হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ব্যক্ত করেন তিনি।

এতো জমি কি কাজে লাগে

আবাদি জমিগুলো লিজ দেওয়া হয়েছে। প্রতি শতক মাত্র ২০ টাকা হারে বার্ষিক ইজারা। জমিগুলোতে ধান, গম ও নানা ধরনের তরিতরকারি আবাদ করা হয়। তিন ভাগের এক ভাগ পায় কলেজ। বাকিটা ইজারালাভকারীর। বিষয়টি দেখাশুনার জন্য একটি কৃষি কমিটি আছে। এ কমিটির একজন সদস্য জানান, বার্ষিক আয় হয়ে

কলেজের প্রধান ফটকের পাশে অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে ১১টি দোকান - ভোরের কাগজ

কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোনে ভূমি বেদখল নির্মিত বসতবাড়ি ও মেস - ভোরের কাগজ

থাকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। এ টাকা দিয়ে কলেজের আভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট মেরামতের কথা। কিন্তু সরজমিনে দেখা গেছে, সবগুলো রাস্তার জীর্ণদশা। অনেক শিক্ষকের অভিযোগ, এসব জমি থেকে আয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। তাহলে সেই টাকা যায় কোথায়?

অন্তহীন ছাত্রাবাস সমস্যা

সাড়ে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য কলেজে আবাসিক ছাত্রাবাস মাত্র ৬টি। এই ৬টি ছাত্রাবাসে সিটের সংখ্যা মাত্র ৭৫৯টি। জিএল ছাত্রাবাসে ১০০, ওসমানীতে ২০০, কেবিতে ৫০, সিএম-এ ৫০, আর মেয়েদের দুটির মধ্যে একটিতে ১৫৯, অন্যটিতে ২০০। কিন্তু এসব ছাত্রাবাসগুলোতে বাস করে তিনগুণেরও বেশি ছাত্র। মেয়েদের হোস্টেলগুলো অনেকটা হাসপাতালের মতো। এক রুমে ৮ জন করে থাকেন। মেয়েদের হোস্টেলগুলোর সীমানা প্রাচীর না থাকার কারণে প্রতিনিয়ত ছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। কয়েকদিন আগে মেয়েদের ছাত্রাবাসের কমনরুমের টিভি সেটটি চুরি হয়ে গেছে।

মাশুল নেওয়া হয় : সেবা দেওয়া হয় না

ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় স্বাস্থ্য ফি আদায় করা হয়। কিন্তু কোনো ছাত্রছাত্রীই পান না স্বাস্থ্যসেবা। এ ব্যাপারে কলেজের স্টাফ কাউন্সিলের সচিব অধ্যাপক আলিমউদ্দিন এই প্রতিবেদককে জানান, স্বাস্থ্য খাতের টাকার পুরোটাই জমা হয় সরকারি খাতে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া খরচ করার কোনো বিধান নেই। তাই সম্ভব হয় না চিকিৎসা খাতে ব্যয় করা। স্বাস্থ্যসেবার জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন, একজন কম্পাউন্ডার ও দুইজন পিওন আছে। তারা কিন্তু আবার নিয়মিত বেতন পান। পরীক্ষার সময় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসা করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোনো কোনো শিক্ষক জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই যেকোনো সময় এখাতের টাকা ব্যয় করতে পারে। কিন্তু না করাটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজে একটি সাব-পোস্ট অফিস আছে শুধুমাত্র চিঠি বিলি করার জন্য। এতোগুলো ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষকা ও কর্মচারীর জন্য মানি অর্ডার কিংবা চিঠি রেজিস্ট্রি করার জন্য যেতে হয় শহরে অন্যখানে। পূর্ণাঙ্গ পোস্ট অফিসের দাবি জানানো হলেও তা পূরণ হয় না।

বাথরুম সমস্যা

কলেজে বাথরুমের সমস্যার কথা, শুনলে আতকে উঠতে হয়। এতো বড়ো একটি বিশাল কলেজের ভবনগুলোতে যে পর্যাপ্ত বাথরুম নেই, তা সরজমিনে প্রত্যক্ষ করা গেছে। ১৪টি বিভাগের মধ্যে ৯টি বিভাগের ক্লাস চলে কলেজের তিন নম্বর ভবনে। তিন নম্বর ভবনটি তিনতলা। বাথরুমের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ৬টি বাথরুম আছে। তাও আবার পানি নেই। অদ্ভুত দৃশ্য, মেয়েদের জন্য পৃথক কোনো বাথরুম নেই। যে বাথরুম কটি আছে, সেখানে কোনো সুস্থ মানুষ ঢুকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। ছেলেরা যেখানে সেখানে কাজটি সারতে পারে। সমস্যা দেখা দেয় মেয়েদের ক্ষেত্রে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাদের যেতে হয় কমনরুমে। সেই তিন নম্বর ভবন থেকে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ১৫ মিনিট। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ ধরনের সমস্যায় পড়েন না। তাদের জন্য ডিপার্টমেন্টের ভেতরেই ব্যবস্থা আছে। কলেজের মূল অর্থাৎ প্রথম ভবনেও ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য একটিও বাথরুম নেই। অথচ শিক্ষকদের জন্য আছে ৮টি বাথরুম। পাবলিক টয়লেটের মতো মাঠের মাঝখানে একটি বাথরুম করা হয়েছে ছেলেমেয়েদের জন্য। স্বভাবত:ই সেখানে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয় ছাত্রীদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক মেয়ে লজ্জার ভঙ্গিতে এ প্রতিবেদককে বলেন, মুখ বুজে আমাদের নীরবে সইতে হয়। মুখ ফুটে কিছু বললে মৌখিক কিংবা টিউটরিয়ালে নম্বর কম পাওয়ার সমূহ আশঙ্কা।

এই বাথরুম সমস্যার সঙ্গেই যুক্ত পানি সমস্যা। কোনো ভবনের বাথরুমেই ব্যবহারের বা খাবার পানির সুবিধা নেই। তৃষ্ণা মেটাতে যে কাউকেই যেতে হবে ক্লাসরুম থেকে দূরে অন্যভবনে সংশ্লিষ্ট কমনরুমে।

পরিবহন সমস্যা

ছাত্রছাত্রীদের পরিবহন সমস্যাও প্রকট। মাত্র ২টি বাস। একটি ৩২ সিটের এবং অন্যটি ৪২ সিটের। পরিবহন বাবদ সকলের কাছ থেকে ভর্তির সময় ৩০ টাকা করে নেওয়া হলেও বাসে চড়লে আবার টাকা দিতে হয়। এ নিয়ম বদলানোর দাবি জানিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। বর্তমানে বাস দুটি চলছে না বলে জানিয়েছে ছাত্ররা।